Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume-2, Issue-iv, published on October 2022, Page No. 450–454
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 – 0848 (Online)

SRIMATI RIVER : THE ISSUE OF IDENTITY CRISIS

Dr. Tapas Pal
Assistant Professor, Department of Geography
Raiganj University
Mail : geo.tapaspal@gmail.com

Keyword
Climate change, Climate Crisis, Dead River.

Abstract
'কেন মরে গেল নদী' -রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই নদী-চিন্তা আজ পৃথিবী ব্যাপী সত্য হতে চলেছে। নদী যেন মানুষের দেহের মতই। তার জন্ম আছে, বৃদ্ধি আছে, চলন আছে, ও মৃত্যুও আছে।[১] তবে নদীর মৃত্যুর কারণ শুধুমাত্র প্রকৃতি বা 'climate change' নয়। সম্প্রতি একদিকে যেমন জলবায়ু পরিবর্তন, তেমনি অন্যদিকে 'climate crisis', এর জন্য দায়ী। মানুষের 'জল-লোভ' ও জলকে আটকে রেখে জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র, অবাঞ্ছিত নদী বাঁধ, ব্যারেজ, কংক্রিটের রিজার্ভার একের পর এক নদীগুলিকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছে। নদীর উপর একের পর এক অবৈজ্ঞানিক ড্যাম তৈরি করে নদীর গতিপথকে আটকে দিয়ে নদীগুলিকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছে বর্তমান সভ্যতার অবৈজ্ঞানিক নদী প্ল্যানিং। ১৯৩১ সালে ১লা মার্চ যখন কলোরাডো নদীর উপর হুভার ড্যাম[৮] তৈরি হওয়া শুরু হয়েছিল আমেরিকাতে, তখন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সেই বাঁধের বিরোধিতা করেছিলেন 'বিসর্জন'[৯] নাটকের মধ্য দিয়ে। বর্তমানে মানুষের অতিরিক্ত জমিলোভের জন্য নদী এবং নদী প্লাবিত উর্বর জমিকে কৃষি জমি এমনকি বসত জমিতে রূপান্তর করে নদী চ্যানেলকে ও তার অববাহিকাকে ক্ষতি করে চলেছে। নদীর মাটি ও বালি মানুষের বাড়ি তৈরি করার জন্য একদিকে যেমন নদীর বুক থেকে মাটি ও বালি চুরি হয়ে চলছে, তেমনি নদীর দেহের উপর মাটি ও বালি মাফিয়ারা নদীর শরীরের উপর যেন অধিকার নিতে চলেছে। নদী অববাহিকার উপরে একের পর এক বিল্ডিং, মাটির খাদান, বালির খাদান ও কৃষি জমি তৈরি করে ফেলেছে। সম্প্রতি ভারতের যমুনা নদী, পশ্চিমবঙ্গের চূর্নি নদী, ও রাজস্থানের ঘাঘর নদী 'Dead River' হিসেবে প্রকাশ লাভ করেছে তেমনি কালীগঞ্জের শ্রীমতি নদী তার পরিচয় হারিয়ে ফেলেছে।

Discussion
বাংলাদেশের বোঁচাগঞ্জ উপজেলার গোলোন্দগাঁও এলাকা হয়ে কালিয়াগঞ্জের অনন্তপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মিত্রবাটি, ভরকুটপাড়া হয়ে ভারতে প্রবেশ করেছে শ্রীমতি নদী। ভরকুটপাড়া থেকে ভেলাই দিয়ে খনারহাট, দাসিয়া, শেরগ্রাম, মজলিকাপুর হয়ে শ্রীমতি নদী প্রবেশ করেছে কালিয়াগঞ্জ শহরে। মিস্ত্রিপাড়া, শান্তিকলোনি দিয়ে ধনকৈল হয়ে নসিরহাট,

হলদিবাড়ি দিয়ে ধামজা ফরেস্ট ও সেখান থেকে ফতেপুর দিয়ে চান্দল, মধুপুর, মাঝিয়ার হয়ে ইটাহার ব্লকে ঢুকেছে। এরপর হরিরামপুর হয়ে মালদহর বামনগলা ব্লকে মহানন্দার সাথে মিলিত হয়েছে। শ্রীমতি নদীর গতিপথে সমস্যার মূল জায়গা হল কালিয়াগঞ্জ। নদী তার পরিচয় হারিয়ে ফেলেছে এখানে। এর কারণ শুধুমাত্র প্রকৃতি নয়। মানুষের অতিরিক্ত সম্পদ লোভ ও 'unsustainable thinking' এর জন্য দায়ী।
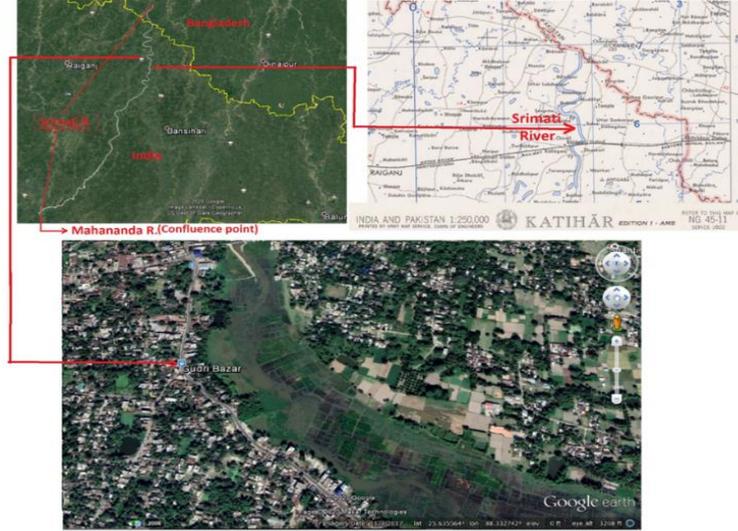
ম্যাপ : গুগল ম্যাপ[৯] (২০০৮) ও টোপোশীটে[10] (১৯৩৮) শ্রীমতি নদী যেখানে স্পষ্ঠ নাব্য শ্রীমতিকে দেখা যাচ্ছে।

শ্রীমতি নদীর identity crisis হওয়ার যে কারণ গুলো field survey করে খুঁজে পাওয়া গিয়েছে সেগুলি হল- কালিয়াগঞ্জ ব্লকের ওপর দিয়ে প্রায় ২০কিলোমিটার প্রবাহিত হয়েছে এই শ্রীমতি নদী, কিন্তু কালিয়াগঞ্জ শহরের বুক দিয়ে এই নদীর অংশের অস্তিত্বই নেই আজ। নদী বুকে রায়তি কৃষি জমি দেখা গিয়েছে। একসময় নদীর খনন শুরু করতে চেয়েও সরকার পারে নি। বিএলআরও অফিস থেকে জানা যায় সরকারী কাগজে কোনও নদী নেই, আছে এখন কৃষি জমি। সেই জমি নাকি রায়ত সম্পত্তি। কালিয়াগঞ্জ কলেজের পাশে দাশিয়া নামক নদীর বক্ষদেশ এখন ধানক্ষেত। শান্তিকলোনিতে নদীবক্ষকে ডাম্পিং জোন বানিয়েছে কিছু মানুষ অর্থাৎ নদীর অস্তিত্ব কিছুই নেই। শ্রীমতি নদী এখন মৃত যেন 'ডেজার্ট রিভার'। ছটপূজার সময় প্রচুর বর্জ্য এই নদীর তীরে জমা হয়। যে নদীতে বোয়াল পাওয়া যেত এক সময়, তাতে এখন কোনো জীববৈচিত্রই নেই। তাই অবস্থা "নদী আছে, কিন্তু নদী নেই"। নদী চলা বন্ধ হয়ে গেলে ব্যাক্টেরিয়ার পরিমান বেড়ে যাবে। নদীর পাড়ের জনবসতি নদীর দুই বাহুকে প্রসারণ করতে বাধা দিচ্ছে, যার পরিনাম হবে ভয়াবহ বন্যা। শ্রীমতি নদীর অববাহিকায় যেভাবে ইনফিল্ট্রেশন অর্থাৎ জলের অনুপ্রবেশ হওয়া প্রয়োজন তা হচ্ছে না আসে পাশে নগর প্রসারণের জন্য। শ্রীমতি নদী নিয়ে বর্ষীয়ান সাংবাদিক ও 'কালিয়াগঞ্জ নদী বাঁচাও কমিটি'র তপন চক্রবর্তী বলেছেন (2020) 'এক সময় এই নদীতে অনেক স্রোত ছিল এবং বাংলাদেশের থেকে বড়ো বড়ো নৌকা সেই সময় কালিয়াগঞ্জ থানার পাশে গুদরী বাজার নামক একটি ত্রিকোণ ভূমির কাছে আসতো ও এখানে হাটও বসতো। কিন্তু বাংলাদেশ থেকে কালিয়াগঞ্জ ঢোকার সময় বাংলাদেশে দিনাজপুর জেলায় বাঁধ দিয়ে জল আটকে দেয়, এর ফলে নদীতে জল থাকে না। এই সুযোগ নিয়ে কালিয়াগঞ্জ-এর শ্রীমতি নদীর দুই ধারে যে জনবসতি রয়েছে তা চাষ যোগ্য জমি হিসেবে রায়তি সম্পত্তিতে পরিণত করে নিয়েছে কিছু অসাধু মানুষ'। 'নদী বাঁচাও কমিটি' যখন তৎকালীন ডিএম সাহেবের কাছে শ্রীমতি নদীকে বাঁচানোর জন্য আবেদন করে, মাননীয় ডিএম সাহেব তখন বিডিও সাহেবকে অর্ডার দিয়েছিলেন একশো দিনের কাজের অধীনে শ্রীমতি নদীর সংস্কার ও খনন করা যেতে পারে। কিন্তু বিডিও এবং বিএলআরও অফিসে ঠিক কোথায় খনন করা হবে সে বিষয়ে তদন্ত করলে কালিয়াগঞ্জে শ্রীমতি নদীর কাগজে কলমে কোনো অস্তিত্ব পান নি। তপন চক্রবর্তী[11] আরও বলেন ২০০৬ সালে প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সী এই নদী সংস্কারের জন্য তপন চক্রবর্তী সহ আরও অনেকে চেষ্টা শুরু করেছিলেন,

কিন্তু রায়তি দখলদারদের প্রভাবে তারা নদীতেই নামতে পারেন নি সেই বৃষ্টি ভেজা দিনে। ফারাক্কা থেকে ইঞ্জিনিয়ার আনা হয়েছিলো সেই সময়। তাদের সঙ্গে তুমুল গন্ডগোল, পরিশেষে কেস কিন্তু রায়তি রায় জিতে যায়। এর পরবর্তীকালে কালিয়াগঞ্জ বয়রা কালীবাড়ির পাশে যে রায়তিরা রয়েছেন তাদের সঙ্গে আকাশবাণীর গীতিশিল্পী তপন চক্রবর্তী ও কালিয়াগঞ্জের 'নদী বাঁচাও কমিটি'র কিছু সভ্যবৃন্দ মৌখিক আলোচনার মাধ্যমে প্রস্তাব দিয়েছিলেন যে, নদীর দুই পাশে অন্তত দশ হাত করে জায়গা ছেড়ে নদী না হোক একটি ক্যানেলের মতো পথও তৈরী করা যায়, তবে কালিয়াগঞ্জের গর্বের নদী শ্রীমতিকে ফিরিয়ে আনা যাবে। বাস্তবে শ্রীমতি নদীকে নিয়ে যে সমস্যা তা Satellite map, Topographical mapও field visit এই তিনটির পারস্পরিক তুলনা করে যে তথ্য উঠে এসেছে তা হলো বাস্তবে হারিয়ে যেতে চলেছে এমন শ্রীমতি। এই সমস্যা নিয়ে যখন গবেষণা শুরু করলাম বেরিয়ে এল আসল সত্য। খুব সহজেই প্রমাণ করে দেবো এই নদী ছিল নিত্যাবহা নদী ও এখনো আছে। গুগল ম্যাপে ২০০৭ সালের এই নদীর গতিপথ স্পষ্ট ছিল ও এখনো আছে। ২০১৮ সালের গুগল ম্যাপে দেখতে পাবো এই নদী আছে, শুধুমাত্র কালিয়াগঞ্জ এর কিছু জায়গা যেমন গুড়রি বাজার সহ বয়রা কালীবাড়ির পাশের বেশ কিছু অংশ পুরোপুরি দখল করে মানুষ জনবসতি, কৃষিকাজ, ও রায়তি জমি বানিয়েছে। ১৯৩৮ সালের টোপশীট দেখলেও বোঝা যাবে কালিয়াগঞ্জ এর উপর দিয়ে নদী স্পষ্ট। গুগল ম্যাপেও দেখা যাচ্ছে ২০০৮ এ নদীর অংশ স্পষ্ট ও কোনও রকম প্রাচীর দিয়ে ঘেরাও নেই। কিন্তু ২০১৮ এর গুগল ম্যাপ এ দেখা যাচ্ছে বিশাল এলাকা ধরে শ্রীমতি নদীতীর কংক্রিটে ঘেরা। মানুষ কাগজ, সীল, স্ট্যাম্প, সই সব কিছু পরিবর্তণ করতে পারে কিন্তু satellite ক্যামেরার চোখকে বোকা বানাতে পারবে না।
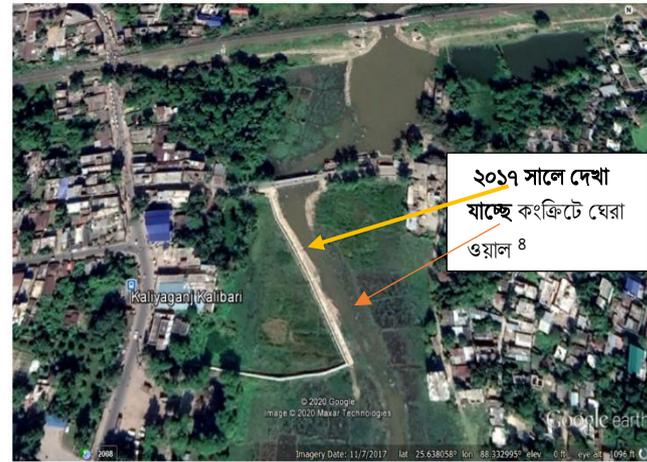
ম্যাপ : টোপোশীটে[10] স্পষ্ট শ্রীমতি নদী ও এই নীল রং দিয়ে বোঝানো হল, এর মানে হল এটি নিত্যবাহ নদী যেখানে সারাবছর জল থাকে। তাই এটি একটি continuous রিভার। কালিয়াগঞ্জএ কী করে এই নদী বাস্তবে নেই আবারও প্রশ্ন উঠে। ১৯৩৮ সালের টোপোম্যাপ[৭] ও ২০০৮ সালের গুগল ম্যাপ বলছে এই নদী কালিয়াগঞ্জএ ছিল ও এখনো আছে।

এখন প্রশ্ন হল শ্রীমতি কে বাঁচাতে গেলে কি কি করতে হবে। শ্রীমতি নদীকে বাঁচাতে গেলে করণীয় কর্তব্য গুলো হলো নিম্নরুপ- শ্রীমতি নদীর বেসিন (অববাহিকা) চিহ্নিত করে যত সড়ক পথ ও রেলপথ-এর উপর দিয়ে আছে তার দুই পাড়ার মধ্যে জল চলাচলের জন্য সুনির্দিষ্ট অংশ থাকলেই হবে। শ্রীমতি নদীর দুই ধারে ৫০০মিটার জায়গায় প্রচুর গাছ লাগাতে হবে। ভৌমজল রিচার্জ করে এমন অবশ্যই তবে ইউক্যালিপ্টাস জাতীয় গাছ নয়। নদীর বুকে যত জনবসতি,

বস্তি, কনস্ট্রাকশন, জল আটকে কৃষিকাজ, মাছ ধরা সরিয়ে দিতে হবে। নদীর পলি তুলে ফেলতে হবে, তার জন্য ১০০ দিনের প্রকল্পকে কাজে লাগাতে হবে। নদীর তীরবর্তী কোনো ডাম্পিং তৈরী করা যাবে না পৌরসভাকে এই ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। স্থানীয় স্কুল, কলেজ, ও বিশ্ববিদ্যালয়ের 'পরিবেশ শিক্ষার' অন্তত একটি ক্লাস নদীর পাশে গিয়ে নিতে হবে। 'নদী দখল মুক্ত কর্মসূচি' নিতে হবে। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'কেনো মরে গেলো নদী'? একথা আজ যেন বাস্তব। 'উত্তরবঙ্গের নদী হাঁটা, নদী চেনা ও নদী বোঝা' কর্মসূচী নিতে হবে। আমাজন অববাহিকায় আমাজন নদী, জামিরা নদী ও মদিরা নদী পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা করে গবেষক বলেছেন 'আমাজনের মডেল ও বিজ্ঞান' উত্তরবঙ্গের নদীগুলিতে ব্যবহার করতে হবে। তাই নদী বাচাতে নদীর দুই পাশে অরণ্য অর্থাৎ 'নদী-অরণ্য কর্মসূচি' নিতে হবে। মানুষের শরীর যেমন জল ছাড়া জৌলুস পায় না, নদীও তাই। মানুষ যেমন না চলতে পারলে অসুস্থ হয়ে যাবে, নদীও তাই।

References :

১. Pal, T. (June 2018). Human Interlude To The Rivers' Health In North Bengal: A Colossal Question To The Sustainability Of The Civilization. Review of Research. ISSN: 2249-894X. p. 13. Retrieved from, http://oldror.lbp.world/UploadedData/5434.pdf.

২,৩,৪,৫,৬. Google Maps. (n.d.) Srimoti River. Retrieved 24 August 2022, from https://www.google.co.in/maps/place/Srimoti+River/@25.6260546,88.3222095,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x39fb3293f1b70f93:0xb80bec38c1bc321!8m2!3d25.6260556!4d88.3397192

৮. Wilbur, R. L. and Mead, E. (1933). The Construction Of Hoover Dam Preliminary Investigations, Design Of Dam, And Progress Of Construction. United States Department of the Interior, Government Printing Office, Washington. Retrieved from, http://www.riversimulator.org/Resources/USBR/TheConstructionOfHooverDamInvestigationDesignProgress1933ocr.pdf

৯. Tagore, R. (Jaistho 1297). Bisarjan. Visva Bharati Granthan Bivag, Kolkata.

১০. United States Department of the Army Corps of Engineers (Cartographer). (1950). Katihar, India; Pakistan, 15-minute series [map]. 1:250000. AMS NG 45-11, Series, U502. Washington, DC: U.S. Geological Survey.

১১. Chakraborty T., Personal Communication, February 5, 2022.